মেহেরপুরে বাজার মনিটরিং ও জরিমানা আদায়

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী নতুনপাড়া এলাকায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে পুলিশ ফোর্স ও আনসার ব্যাটালিয়ন সমন্বয়ে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়। আনসার স্টোর নামক দোকানে লাইসেন্সবিহীন ডিজেল মজুদ ও বিক্রির অভিযোগে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬-এর ৪(খ) ধারার লঙ্ঘনের জন্য ২০(১) ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জেলা প্রশাসন এই ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার মাধ্যমে বাজারে ন্যায্য মূল্য ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচেষ্ট রয়েছে।
অন্যদিকে, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস বাজারে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাজার মনিটরিং টাস্কফোর্স ও মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

খুচরা পর্যায়ে বেগুন, শসা, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, পেঁপে, ফুলকপি, কাঁচাবাজার, মাছ ও মাংসসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে অধিকাংশ দোকানে ক্রয়-বিক্রয়ের পাকা ভাউচার সংরক্ষণ ও মূল্য তালিকা প্রদর্শনের বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এসময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪০, ৩৮ ও ৫২ ধারার লঙ্ঘনের অভিযোগে তিনজন ব্যবসায়ীকে মোট ৮,৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের বাজার মনিটরিং ও জরিমানা আদায়

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারমূল্য ভোক্তাদের সহনীয় পর্যায়ে রাখতে আজ মুজিবনগর উপজেলায় বাজার

মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলার কেদারগঞ্জ এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় সবজি ও মাছের বাজারে খুচরা পর্যায়ে কাঁচকলা, বেগুন, কাঁচা মরিচ, শসা, বেসন, ছোলার ডাল, ছোলা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লেবু, মাছ, মুরগির মাংস ও খাসির মাংসসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকানে তদারকি করা হয়।

অভিযানকালে দোকানিদের ক্রয়-বিক্রয়ের পাকা ভাউচার সংরক্ষণ, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি না করা এবং মূল্য তালিকা প্রদর্শনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় বিএসটিআইয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে হোটেল বাজার এলাকায় পৃথক মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৯ ধারায় ৪টি পৃথক মামলায় মোট ৪ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসন জানায়, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জীবননগরে বাজার মনিটরিং অভিযান; পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে ৭৯ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় নিয়মিত বাজার মনিটরিং অভিযানে পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে ভোক্তা

অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর চারটি মামলায় ৪ হাজার টাকা এবং বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ লঙ্ঘনের অভিযোগে আরও একটি মামলায় ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আশরাফুল আলম রাসেল জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, বাজারে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা, ওজন ও পরিমাপে অনিয়ম, এবং নিয়মবিরোধীভাবে বালু ও মাটি উত্তোলনের অভিযোগে এসব প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও একাধিক দোকানে অনিয়ম ধরা পড়লে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয় ভ্রাম্যমাণ আদালত।

অভিযান শেষে ব্যবসায়ীদের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার বিষয়ে সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে এ ধরনের মনিটরিং কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

দামুড়হুদায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্ররা বাজার মনিটরিং ও ট্রাফিকের দায়িত্বে

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন কারী ছাত্র-ছাত্রীরা দামুড়হুদা উপজেলা শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বাজার মনিটরিং ও ট্রাফিকের দ্বায়িত্ব কর্মসূচি পালন করেছে।

আজ রবিবার সকাল ৯টার দিকে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, দর্শনা সরকারি কলেজ, দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুল, ফাস্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি, ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া, রোভার স্কাউট, স্কাউট সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দামুড়হুদা উপজেলার সমন্বয়ক

দর্শনা সরকারি কলেজের এইচএসসি ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী জিতু আহসান বলেন, রবিবার সকালে আমাদের শিক্ষার্থীরা দামুড়হুদা উপজেলা শহর এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বাজার মনিটরিং কর্মসূচি পালন করে। পরে দুপুর থেকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করে সড়কে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কুষ্টিয়ায় বাজার মনিটরিং করছে শিক্ষার্থীরা

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ঠেকাতে বাজার মনিটরিংয়ে বেরিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বের পাশাপাশি চলছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান। আর এসবের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছে শিক্ষার্থীরা।

শনিবার (১০ আগস্ট) সকালে পৌরবাজারে মনিটরিংয়ে যান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। এসময় কাঁচামাল, মাছ, মাংস, পেঁয়াজ-রসুন, মসলাসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যাচাই করেন।

জেলা শহরের পৌর বাজারে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা কাঁচাবাজার, মাছ বাজার, মাংসের বাজারে মূল্যতালিকা দেখছেন। তালিকা অনুযায়ী ঠিক দামে বিক্রি হচ্ছে কিনা তাও দেখেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা বাজারের সব বিক্রেতাকে বলে আসেন তারা যেন কোনো পণ্যের দাম অতিরিক্ত না নেন এবং যেন কাউকে চাঁদা না দেন। এ ছাড়া অযথা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে না ফেলারও আহ্বান জানান তারা।

এ সময় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য পাইকারি বাজারের সিন্ডিকেটকে দায়ী করে বিক্রেতারা বলেন, ইজারা ফি কমানো, চাঁদাবাজি বন্ধসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

এ বিষয়ে শিক্ষার্থী কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী লামিয়া সুলতান পাবনী জানান, সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় ভোগান্তির জায়গা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম। এইজন্যই আমরা কুষ্টিয়ার পৌরবাজারসহ বিভিন্ন বাজারে মনিটরিংয়ে যায়। আমরা আড়তে, পাইকারি-খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে দ্রব্যের দাম নিয়ে কথা বলি। উনারা আমাদের জানিয়েছেন উনারা এখন থেকে সীমিত মুনাফায় বিক্রি করবেন।

তেজগাঁও সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী তারিফ মোস্তাফিজ বলেন, মূল্য নির্ধারণ ও সিন্ডিকেট মোকাবিলায় আমরা সদা তৎপর। সেজন্য বাজারের ক্রেতাদের এই বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করি। আমরা তাদের বলেছি কেউ যদি ক্ষমতার প্রভাব দেখানোর চেষ্টা করে তাহলে যেন আমাদের জানায়। ব্যবসায়ী, ক্রেতা, বিক্রেতারা এই ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্বাগত মাহমুদ বলেন, আমরা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠক করে তাদের অতিরিক্ত মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি না করার আহ্বান জানিয়েছি। কোনো পণ্যের দাম অযথা বাড়ানো হয়, তবে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

এদিকে শিক্ষার্থীদের বাজার মনিটরিংয়ের ফলে কমতে শুরু করেছে পণ্যের দাম। তাদের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ ক্রেতারা।

ক্রেতা রাব্বু হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীরা যদি ঘন ঘন বাজার মনিটরিং করে তাহলে পণ্যের দাম আরও কমে আসবে। যারা বিভিন্ন অজুহাতে সিন্ডিকেট করছেন তারা বাজারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারবে না।

বামন্দীতে বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের জরিমানা

বামন্দীতে রমজানের প্রথম দিনেই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি ‘ক্রেতাদের নাগালের বাইরে শাক-সবজি’ শিরোনামে সাপ্তাহিক

(শুক্রবারের) হাটের চিত্র তুলে ধরে গত (২৫শে মার্চ) শনিবার সংবাদ প্রকাশ করে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন।

ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মতামত সহ বন্ধ থাকা বাজার মনিটরিং এবং সংশ্লিষ্টদের উদাসীনতার বিষয়টি সংবাদে উঠে আসার পর টনক নড়ে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের। যার ফলে বামন্দীর সাপ্তাহিক হাট (শুক্রবার ও সোমবার) রমজানের প্রথম দিন গত শুক্রবারের চিত্র তুলে ধরার পর-ই গাংনী উপজেলা প্রশাসন (২৭ই মার্চ) সোমবার বামন্দীর সাপ্তাহিক হাট পরিদর্শন, বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে জরিমানা আদায় করে।

বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

এসময় বামন্দী বাজারের শাকসবজির হাট, বিভিন্ন মুদিখানার দোকান ও তরমুজ বিক্রেতাদের মালামাল ক্রয়ের ক্যাশ মেমো যাচাই-বাছাই করেন তিনি। এবং বেশ কয়েকটি মুদিখানার দোকানে অভিযান শেষে মূল্য তালিকা না থাকার অভিযোগে ভ্রাম্যমান আদালতে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম বলেন, বামন্দী বাজারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের ক্রয়মূল্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তারা ক্রয়মূল্যের চেয়ে কতটা বেশি দামে বিক্রি করছেন সেটা দেখা হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সাথে কথা বলে বোঝা গেছে এখন মোটামুটি বাজারের অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে কয়েকটি জায়গায় কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে এবং সেখানে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়েছে। আমাদের এই অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

রমজান মাস উপলক্ষে বাজার

মনিটরিংয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বাজার মনিটরিং করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার ও চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার সংলগ্ন স্থানীয় কাঁচামালের বাজার মনিটরিং করেন তিনি।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান পুরো বাজার ঘুরে দেখেন ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

এ সময় তিনি ব্যবসায়িদের প্রতি আহ্বান করে বলেন পবিত্র মাহে রমজান মাসে সকল পণ্যদ্রব্যে সঠিক মূল্যে বিক্রি করতে হবে। পবিত্র রমজান উপলক্ষে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য বড়বাজার এবং নিউ মার্কেট এলাকায় বাজারের সকল ব্যবসায়িদের আহবান জানান। এসময় তিনি দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য এবং রমজান মাসে কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানান।

জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম জানান, অভিযানে মাছ, মাংস (মুরগী, গরু, খাসি) ভোজ্য তেল, চিনি, খেজুর, চাউল, সকল প্রকার সবজি, মসলাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হাতের নাগালে রাখতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় গরুর মাংস ৭০০ টাকা ছাগলের মাংস ৯০০ টাকা (ছাগী ৮০০ টাকা) সকল প্রকার মুরগীর ক্রয়মুল্য থেকে কেজি প্রতি ১০ টাকা মুনাফায় বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

বাজার মনিটরিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা আইসিটি) মোঃ কবীর হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর এবং জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ, জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ সহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজার মনিটরিং

রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের সরবরাহ স্বাভাবিক ও দর নিয়ন্ত্রণে রাখতে গাংনীতে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী শহরের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এই মনিটরিং করা হয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বাজার মনিটরিং করেন।

এ সময় শুকনো খাদ্য দ্রব্য, মাছ, মাংস ও সবজির বাজারের মজুদ পরিস্থিতি ও দর পর্যবেক্ষণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। রমজানের দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম সংকট না করার জন্য ব্যবসায়ীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন তিনি।

মনিটরিং দলে আরও উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাদিম হোসেন শামীম ও গাংনী থানার এস আই শাহীনসহ পুলিশের একটি দল।